বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের বিয়ে এবং দাম্পত্য সম্পর্কের মতাদর্শ•

নভেরা হোসেন

উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির গঠন ও বিকাশপ্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে মূলত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সামাজিক শ্রেণিগঠনের ক্ষেত্রে নব্য পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভূমিকা রয়েছে, বিশেষত, ব্রিটিশ বিজয় ও ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ এবং বিশ্ব অর্থব্যবস্থার সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে। ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোকে ক্রিয়াশীল রাখার প্রয়োজনে ভারতীয় শিক্ষিত চাকুরিজীবী শ্রেণির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে এবং এক্ষেত্রে উঁচুবর্ণের হিন্দুদের এবং অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষা, চাকুরি তথা নব্য বিকাশমান শিক্ষিত চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠনে উৎসাহিত করা হয়। এই নব্য বিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি মোগল আমলে বিকশিত জনগণের সেবকদের দ্বারা গঠিত সামন্ত শ্রেণি, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিজাত শ্রেণি হিসেবে বিকশিত হয়। গ্রামীণ সমাজের আধিপত্যশীল ভূমিমালিক, ধনী ও মধ্যসত্ত্বভোগী মহাজন, ঋণদাতা, ব্যাপারীদের মধ্য থেকে শিক্ষিত বাঙালি শ্রেণির বিকাশ। এরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কলকাতাসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এবং বাংলার মফস্বল শহরগুলোতে চাকুরি লাভ করে। ব্রিটিশ শাসকরা এমন একটি শ্রেণি গঠন করতে চেয়েছিল, যারা রক্ত ও গাত্রবর্ণে ভারতীয় হলেও রুচি, মতামত, নৈতিকতা ও বুদ্ধিতে ইংরেজ এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের সহায়তাকারী হবে।ব্রিটিশ সরকার নিজেদের মুনাফাবৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি দক্ষ প্রশাসক শ্রেণি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইংরেজি জানা শিক্ষিত চাকুরিজীবী শ্রেণির সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ প্রশাসকদের প্রয়োজনে আইনজীবী, হিসাবরক্ষক, চিকিৎসক, শিক্ষক পেশাজীবীদের সৃষ্টি হয়। এই চাকুরিজীবী শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থা ভারতে বসবাসরত ব্রিটিশ চাকুরিজীবীদের সামাজিক জীবনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সহযোগিতা করে।

শ্রেণিগঠন ও দাম্পত্য মতাদর্শ

দাম্পত্য মতাদর্শ নব্য বিকশিত গৃহীপনা মতাদর্শের অংশ। এই পরিকাঠামোতে নারী ঘরনি এবং তার ভূমিকা নৈতিক-আদর্শিক। বাঙালি মধ্যবিত্ত নারীর চৈতন্যে যৌনশুচিতা আধিপত্যশীল, যা একগামী বিয়ে ব্যবস্থার মতাদর্শের সাথে জড়িত। পুরুষের কাজের জায়গা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বহির্জাগতিক পরিসরে। পাবলিক-প্রাইভেট বা ঘর-বাহির ধারণা পুনর্গঠনের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে সামাজিক সম্মান এবং চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নারীর শুচিতা ও নারী পরিচয়কে নারীচৈতন্যের জন্য অপরিহার্য হিসেবে দেখা হয়। বিংশ শতকের মজুরি অর্থনীতিতে বাঙালি মুসলমানের অংশগ্রহণের পূর্বে পুরুষের আর্থিক ভূমিকা একগামী বিয়ের ক্ষেত্রে প্রকট ছিল না। মধ্যবিত্ত পুরুষের চাকুরির সাথে বউ-বাচ্চা পালনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। বউ-বাচ্চা পালনের আর্থিক সংগতির ওপর ভিত্তি করেই পুরুষের পৌরুষ ধারণা তৈরি হয়েছে। পুঁজিবাদী মতাদর্শে

• এই নিবন্ধটি লেখক কর্তৃক তাঁর অপ্রকাশিত স্নাতকোত্তর থিসিস 'বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের দাম্পত্য সম্পর্কের মতাদর্শ অনুসন্ধান' অবলম্বনে প্রস্তুতকৃত

পুরুষের চাকুরিভিত্তিক রোজগারের সূত্রে যৌথ পরিবারগুলোতে দম্পতিভিত্তিক ভাবনা-চিন্তার সূচনা ঘটে, যার পরবর্তী ধাপ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী-সন্তানকেন্দ্রিক পরিবার গঠন। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের আলাদা পরিসর মতাদর্শিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পুরুষের কর্মে নিয়োগ ও ঘরের বাইরের কাজকর্ম এবং নারীর গার্হস্থ্যকর্ম ও সন্তান-পালনকেন্দ্রিক মতাদর্শের সাথে যুক্ত। এই ঔপনিবেশিক ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধ মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীকে আদর্শ স্ত্রী এবং মা হিসেবে গড়ে তোলে, যা এক বিয়ে ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। ভারতবর্ষে নব্য ভিক্টোরিয়ান আদর্শে অনুপ্রাণিত নারীরা স্ত্রী ও মা ইমেজের দ্বারা পরিচিত হতো। এই নারীরা সুচারুরূপে গৃহকর্ম সম্পাদন করত, স্বামীর সেবা করত, সন্তান লালনপালন করত এবং স্বামীর সাথে বাইরে যেত। এই গৃহীপনা মতাদর্শ বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীকে গার্হস্থ্য জীবনে আবদ্ধ করে।

গৃহীপনার মতাদর্শে দাম্পত্য মতাদর্শ এবং যৌনমনস্কতা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বিয়েব্যবস্থার মাধ্যমে যৌনানুশীলনে বিধিনিষেধ আরোপ করে বৈধতা-অবৈধতাকে নির্ধারণ করা হতো। একগামী বিয়েব্যবস্থায় বিয়েকেই একমাত্র বৈধ ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়, বাকি সকল যৌনসম্পর্ককে অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। গৃহীপনার মতাদর্শ মধ্যবিত্ত সত্তায় আধিপত্যশীল মতাদর্শ।

শ্রেণিগঠন ও বিয়ে

এই নব্য বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিগঠনের সাথে সাথে পরিবার, বিয়েব্যবস্থা এবং বিবাহিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক তথা দাম্পত্য সম্পর্কের রূপান্তর ঘটতে শুরু করে। উনিশ শতকে অনুশীলিত একাধিক বিয়ে সব শ্রেণিতেই স্বাভাবিকীকৃত ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের সাথে সাথে একাধিক বিয়ের ধরনের রূপান্তর ঘটে একগামী বিয়েব্যবস্থার প্রচলন দেখা দেয়। খুব অল্প সময়ে অর্থাৎ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে একগামী বিয়ে একমাত্র নৈতিক বিয়ের ধরনে পরিণত হয়, যাকে নৈতিকতা, সমতা এবং প্রগতিশীলতার স্বারক হিসেবে দেখা হয়।

উনিশ শতকের শেষ দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠিত হবার পূর্বে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একাধিক বিয়ের প্রচলন ছিল। জমিদার, প্রজা, গেরস্থ সকলের মধ্যেই একাধিক বিয়ের প্রচলন ছিল। জমিদার নবাবদের স্বীকৃত বিবাহিত স্ত্রী ছাড়াও 'বান্দী বউ' ছিল, এছাড়াও তারা গণিকালয়ে যেত ও দাসীদের সাথে মিলিত হতো। জমিদার শ্রেণি, প্রজা, গেরস্থ নারীদের মধ্যেও একাধিক বিয়ের ঘটনা ঘটত, তবে একবারে এক স্বামীর ঘর করতে হতো তাদের। তবে জমিদার ঘরের এবং উচ্চবংশীয় নারীদের মধ্যে একাধিকবার একগামী বিয়ের ঘটনা কম জানা যায়। পুরুষদের তুলনায় পরপর একাধিকবার একগামী বিয়ে নারীদের মধ্যে কম ঘটলেও বলা যায় বাঙালি মুসলিম সমাজে বহু ধরনের বিয়ে প্রচলিত ছিল। দুই প্রজন্মের ব্যবধানে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তদের মধ্যে একগামী বিয়ে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। পুরাতন জমিদার নবাবদের বিপরীতে নব্য বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে শিক্ষা এবং একগামী বিয়ে প্রগতির ধারক হয়ে দেখা দেয়।

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিয়ে এবং পরিবারের সাথে দাম্পত্য মতাদর্শের সম্পর্ক

মধ্যবিত্ত গৃহস্থালিতে দাম্পত্য মতাদর্শ তৈরির ক্ষেত্রে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ থেকে শুরু করে একগামী বিয়েব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠনের সাথেই জড়িয়ে আছে বাঙালি মধ্যবিত্ত দাম্পত্য মতাদর্শ, ভাবনা। মধ্যবিত্ত পরিবারের বিয়ে পরবর্তী দাম্পত্য সম্পর্কের সামাজিক ও বস্তুগত সম্পর্কের ভিত্তি, দম্পতিদের পেশায় যুক্ততা, ঘর বিন্যাস, প্রাত্যহিক জীবনের চলাচল, আদানপ্রদান, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যগ্রহণ সর্বোপরি সামাজিকীকরণের ভেতরেই বাঙালি মধ্যবিত্তের দাম্পত্য মতাদর্শের বিকাশ এবং অনুশীলন ঘটে থাকে।

বাঙালি মধ্যবিত্তের কল্পনায় বিয়ে

বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের জীবনে বিয়ে চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের যৌনসম্পর্ককে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে, মানব পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার সাথে সাথে নারী-পুরুষ সম্পর্কিত ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধকে বজায় রাখা হয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে দুটি পরিবারের নারী-পুরুষের

বিবাহ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আত্মীয়তা সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এই সম্পর্কটি অর্থনৈতিক সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব ও সামাজিক মর্যাদাকে নির্ধারণ করে দেয়। বিয়ে সম্পর্কে পুরুষ ও নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতা দেখা যায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের পুরুষদের অধিকাংশই বিয়ের পূর্বে মনে করে একটা বয়সে আয়-রোজগার করতে হবে, বিয়ে করতে হবে, ছেলেমেয়ে হবে। এসবকে তারা স্বাভাবিক নিয়ম মনে করে থাকে, যার মধ্য দিয়ে যৌনসম্পর্ক, উত্তরাধিকারিত্ব তথা স্বাভাবিক সামাজিক জীবন বজায় থাকে। বেশিরভাগ পুরুষ স্ত্রীকে আদর্শ গৃহিণী হিসেবে দেখতে চায়, যারা স্বামীর পরিবারকে নিজের পরিবার মনে করবে, শ্বশুর-শাশুড়িকে বাবা-মায়ের মতো শ্রদ্ধা ও দেবর-ননদের সাথে ভাইবোনের মতো সম্পর্ক তৈরি করবে এবং সামাজিকতা রক্ষা করবে। অর্থাৎ তারা প্রতিষ্ঠিত আদব-কেতা বজায় রাখবে, প্রচলিত সৎ স্বভাব-চরিত্র বজায় রাখবে, সন্তানকে আদর্শভাবে মানুষ করবে; সর্বোপরি স্বামীকে ভালোবাসবে, শ্রদ্ধা করবে ও মেনে চলবে। এভাবে বিয়েব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই সম্পর্কের মধ্যকার লিঙ্গীয় ও শ্রেণিগত মতাদর্শগুলোকে আড়াল করে ফেলা হয়।

বিয়েব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে মধ্যবিত্ত পুরুষরা অনেক সময়েই বিমূর্তায়ন করে, যেখানে বাস্তব জীবনের প্রতিদিনকার ঘর-গৃহস্থালি উহ্য থাকে; যা মূলত মধ্যবিত্ত পুরুষের লিঙ্গীয় অবস্থান ও শ্রেণিচরিত্রকে প্রকাশ করে। বিপরীতে মধ্যবিত্ত বিবাহিত নারীর বিয়ের স্বপ্নের সাথে জড়িয়ে আছে ঘর-সংসার, স্বামী, শ্বশুরবাড়ি যা নির্ধারিত হয়েছে শ্রম-বিভাজনের লিঙ্গীয় মতাদর্শ দ্বারা। বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে বিয়ের পূর্বেই বেশিরভাগ মেয়েকে শেখানো হয় শ্বশুরবাড়ি গেলে কী করতে হবে, কীভাবে কথা বলতে হবে, রান্না কীভাবে করতে হবে ইত্যাদি। পুরুষরা অনেকেই বিয়েকে জাগতিক অর্জন হিসেবে দেখে থাকেন। মধ্যবিত্ত পরিবারে অলিখিতভাবে যৌতুকপ্রথা চলে থাকে। নারীদের মধ্যেও বিয়েকে জাগতিক অর্জন হিসেবে দেখবার প্রবণতা দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে প্রেক্ষিত ভিন্ন, চাইবার আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন, যা মূলত মধ্যবিত্ত নারীর সামাজিক অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। এছাড়াও অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল নারীরা এবং অনেক চাকুরিজীবী নারীও বিয়েকে বস্তুগত অর্জনের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে থাকেন। বিয়ের সাথে নারী ও পুরুষের জীবনের মান-মর্যাদার প্রশ্নটি জড়িয়ে থাকে। বাঙালি সমাজে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজে অবিবাহিত নারী-পুরুষকে অনেক সময়েই হেয় করা হয়। বিশেষত নারীকে এজন্য যথেষ্ট অনিরাপদ অবস্থায় সমাজে বসবাস করতে হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সকলের মধ্যেই দাম্পত্য মতাদর্শ, গৃহীপনা মতাদর্শ কাজ করে না, তবে প্রত্যেককেই এই মধ্যবিত্তীয় দাম্পত্য ও গৃহীপনা মতাদর্শের সাথে অভিযোজন করে নিতে হয়।

উপসংহার

বেশির ভাগ বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে গৃহকর্তা বা স্বামীকে আদর্শিকভাবে পরিবারের ভরণপোষণকারী মনে করা হয় এবং স্ত্রীকে গৃহ পরিচালনাকারী এবং সন্তানের আদর্শ মা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনের প্রেক্ষাপট অর্থাৎ বিয়ের ক্ষেত্রেও আয়-রোজগারকারী শিক্ষিত চাকুরিজীবী পুরুষ এবং কর্তব্যপরায়ণ সৎ চরিত্রের অধিকারী ও সন্তান লালনপালনকারী স্ত্রীর অনুসন্ধান করা হয়। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা দম্পতিদের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। মধ্যবিত্ত পরিবারে স্ত্রীকে স্বামীর পরিবার, আত্মীয়স্বজনের সাথে অনেক বেশি মানিয়ে নিতে হয়। স্ত্রীরা পুরুষাধিপত্যের সংসারে প্রত্যাশিত আদর্শ স্ত্রীর ভূমিকা বজায় রাখতে চেষ্টা করে। দাম্পত্য সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্যই তাকে এই ভূমিকা পালন করতে হয়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থালিতে একগামী বিয়েকে নৈতিকভাবে সমর্থন করা হলেও অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিক আইডেনটিটির জন্য স্বামীর ওপর নির্ভরশীল স্ত্রীরা সর্বদাই দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। চাকুরিজীবী স্ত্রীরাও মধ্যবিত্ত গৃহস্থালির গৃহীপনা মতাদর্শজাত দাম্পত্য মতাদর্শের অধীনস্থ, এক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়-রোজগারকারী স্ত্রীরাও দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ক প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ঘরনি, স্বামীব্রতা, সন্তান-পালনকারী পরিচয় দ্বারা সামাজিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে বিবেচিত হয়। সে কারণে স্ত্রী আয়-রোজগার করলেও পরিবারে স্বামীরাই আধিপত্যশীল সিদ্ধান্তগ্রহণকারীর ভূমিকা বজায় রাখতে সক্ষম হয় এবং স্ত্রী মূলত গৃহ পরিচালনাকারীর ভূমিকায় আবদ্ধ থাকে। মধ্যবিত্তের গৃহশ্রম সংগঠনে স্ত্রীকে গৃহব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে রান্না, ঘরের তদারকি, সন্তান লালনপালন, স্বামীর দেখাশোনা, শ্বশুর-শাশুড়ির দেখাশোনা তথা ঘরের কাজ করতে হয় এবং স্বামীরা লিঙ্গীয় সম্পর্কের প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আয়-রোজগার ও বাইরের

কাজ করে থাকে; যা মূলত ঔপনিবেশিক ভিক্টোরিয়ান আদর্শজাত পাবলিক-প্রাইভেট ধারণা দ্বারা বিশিষ্টায়িত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মধ্যবিত্ত গৃহস্থালির স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্রত্যাশিত দাম্পত্য মতাদর্শ দ্বারা হেজেমনি-আচ্ছন্ন হয়ে যায়, কেননা পরিবারে নারী-পুরুষের ব্যক্তিত্ব-গঠনের প্রক্রিয়াতেই স্বামী এবং স্ত্রীর প্রত্যাশিত ভূমিকা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়।

মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণিচেতনা এবং লিঙ্গীয় বিভাজনকারী মতাদর্শ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। পরিবারগুলোতে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্ভরতার বিষয়টি দেখা যায়। স্ত্রীরা যেমন ভরণপোষণ, নিরাপত্তা, আইডেনটিটি, সামাজিক মর্যাদার জন্য স্বামীর ওপর নির্ভরশীল, তেমনি স্বামীরাও প্রাত্যহিক জীবনের আরাম-আয়েস, সন্তান পুনরুৎপাদনের দ্বারা সম্পত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু স্ত্রীরা আয়-রোজগারকারীর ভূমিকা পালন করলেও তার ঘরকন্নার কাজটি অটুট থাকে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে পারিবারিক পুরুষাধিপত্য বজায় থাকে, যা মধ্যবিত্ত শ্রেণির গৃহীপনা মতাদর্শজাত প্রত্যাশিত দাম্পত্য মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে।

নভেরা হোসেন কবি ও নৃবিদ। noverahossain@yahoo.com

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. Borthwick, Meredith: "The Bhadramahila and Changing conjugal relations in Bengal 1850-1900" in 'Women in India and Nepal" Edited by Michael Allen and S.N. Mukherjee, Australia 1982.

২. Liddle, Joanna and Joshi, Rama: Daughter's of independence Gender, Caste and class in India, ZED Books Ltd, London, 1986.

৩. আহমেদ, রেহনুমা ও চৌধুরী মানস, 'লিঙ্গ, শ্রেণী ও অনুবাদের ক্ষমতা : বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবার ও বিয়ে', সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৬৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।

৪. জোয়ান লিডল ও রামা যোশীব, Daughters of Independence Gender Caste and class in India ct 71.